বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নং-১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৮.০১৩.২০-৪৮২

তারিখঃ ~~১৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৭~~
০৩ ডিসেম্বর ২০২০

পরিপত্র-৪

বিষয়ঃ পৌরসভা সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে ২০২০ মেয়র, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর এবং সাধারণ আসনের কাউন্সিলর নির্বাচনে রাজনৈতিক দল, প্রার্থী এবং তাদের কর্মী ও সমর্থকগণের আচরণ বিধি অনুসরণ প্রসংগে

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হইয়া জানানো যাচ্ছে যে, সারা দেশে ৩২৯টি পৌরসভার মধ্যে মাননীয় নির্বাচন কমিশন প্রথম ধাপে ২৫টি পৌরসভায় ২৮ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ২২ নভেম্বর ২০২০ তারিখে তফসিল ঘোষণা করেছেন। অবশিষ্ট পৌরসভা নির্বাচনের সময়সূচি পর্যায়ক্রমে একাধিক ধাপে ঘোষণা করা হবে। সকল প্রার্থী এবং সংশ্লিষ্ট সকলে যেন আচরণ বিধি যথাযথভাবে প্রতিপালন করেন সেই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক থাকার নির্দেশ প্রদান করতে হবে। ইতোমধ্যে আচরণ বিধিমালার কপি আপনার নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত আচরণ বিধিমালা আপনি প্রত্যেক প্রার্থীকে সরবরাহ করবেন এবং আচরণ বিধি যথাযথভাবে মেনে চলার জন্য তাঁদের নির্দেশ দিবেন। আচরণ বিধি প্রতিপালনের কতিপয় বিশেষ দিক নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

০২। **নির্বাচনি প্রচারণা শুরুর তারিখঃ** নির্বাচন-পূর্ব সময় অর্থাৎ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার তারিখ হতে নির্বাচনের ফলাফল সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত প্রত্যেক প্রার্থী এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলকে পৌরসভা (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৫ এর বিধি বিধানসমূহ মেনে চলতে হবে। উক্ত বিধিমালার বিধি ৫ অনুসারে কোন প্রার্থী বা রাজনৈতিক দল কিংবা তার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত অর্থাৎ **২৮ ডিসেম্বর ২০২০** তারিখ হতে ০৩ (তিন) সপ্তাহ সময়ের পূর্বে কোন প্রকার নির্বাচনি প্রচারণা শুরু করতে পারবেন না। বিষয়টি সম্পর্কে সকল প্রার্থীকে সচেতন করতে হবে।

০৩। **মাইক্রোফোন ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ** ।- (১) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল বা কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান একটি ওয়ার্ডে একই সঙ্গে পথসভার জন্য ১ (এক) টি এবং নির্বাচনি প্রচারণার জন্য ১ (এক) এর অধিক মাইক্রোফোন বা শব্দের মাত্রা বর্ধনকারী অন্যবিধ যন্ত্র ব্যবহার করতে পারবেন না।

(২) কোন নির্বাচনি এলাকায় মাইক বা শব্দের মাত্রা বর্ধনকারী অন্যবিধ যন্ত্রের ব্যবহার দুপুর ২ (দুই) ঘটিকার পূর্বে এবং রাত ৮ (আট) ঘটিকার পরে করা যাবে না।

০৪। **পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ব্যবহারঃ** পোস্টার সাদা-কালো রঙের হতে হবে, উহার আয়তন ৬০ সেন্টিমিটার×৪৫ সেন্টিমিটার এর অধিক হতে পারবে না। পোস্টারে ছাপানো ছবি সাধারণ ছবি (Portrait) হতে হবে, কোন অনুষ্ঠান বা মিছিলে নেতৃত্বদান, প্রার্থনারত অবস্থা, ইত্যাদি ভঙ্গিমার ছবি ছাপানো যাবে না এবং সাধারণ ছবি (Portrait) এর আকার ৬০ সেন্টিমিটার×৪৫ সেন্টিমিটার এর অধিক হতে পারবে না। কোন প্রার্থী বা তার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও তারিখবিহীন কোন পোস্টার লাগাতে পারবেন না। কোন প্রার্থী বা তার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা রাজনৈতিক দল পৌরসভা এলাকাভুক্ত স্থাপনাসমূহের দেওয়াল এবং যানবাহনে কোন প্রকার পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল লাগাতে পারবেন না, তবে ভোটকেন্দ্র ব্যতীত পৌরসভা এলাকাভুক্ত যে কোন স্থানে পোস্টার এবং লিফলেট বিলি করতে পারবেন বা হ্যান্ডবিল ঝোলাতে বা টাঙ্গাতে পারবেন। নির্বাচনি প্রতীকের আকার, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতা কোনক্রমেই ৩ (তিন) মিটারের অধিক হতে পারবে না।

০৫। **ভোটার স্লিপ ব্যবহারঃ** কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান ভোটার স্লিপ প্রদান করতে পারবেন। তবে ভোটকেন্দ্রের ১৮০ (একশত আশি) মিটারের মধ্যে কোন ভোটার স্লিপ বিতরণ করতে পারবেন না। ভোটার স্লিপ ১২ সেমিঃ×৮ সেমিঃ এর অধিক আয়তনের করা যাবে না। উক্ত স্লিপে প্রার্থীর নাম ও ছবি, সংশ্লিষ্ট পদের নাম, প্রতীক ব্যতীত অন্য কিছুই উল্লেখ করা যাবে না, তবে ভোটারের নাম, ভোটার নম্বর ও ভোটকেন্দ্রের নাম ইত্যাদি ভোটার সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি উল্লেখ করা যাবে। মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, সংখ্যা ও তারিখ বিহীন কোন ভোটার স্লিপ মুদ্রণ করা যাবে না।

০৬। **রাজনৈতিক দলের নাম বা প্রতীক ব্যবহার করাঃ** নির্বাচনি প্রচারণায় কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নিজ ছবি ও প্রতীক ব্যতীত অন্য কারো নাম বা প্রতীক ছাপাতে বা ব্যবহার করতে পারবেন না। তবে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কোন রাজনৈতিক দলের মনোনীত হলে সেক্ষেত্রে তিনি কেবল তার দলের বর্তমান দলীয় প্রধানের ছবি পোস্টারে বা লিফলেটে ছাপাতে পারবেন।

০৭। **মিছিল বা শো-ডাউন নিষিদ্ধঃ** মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় কোন প্রকার মিছিল কিংবা শো-ডাউন করা যাবে না বা প্রার্থী ৫ (পাঁচ) জনের অধিক সমর্থক নিয়ে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমা দিতে পারবেন না। নির্বাচন পূর্ব সময়ে কোন প্রকার মিছিল বা কোনরূপ শো-ডাউন করা যাবে না।

০৮। **সভা সমিতি অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ**।- কোন প্রার্থী বা রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান-

(ক) পথসভা ও ঘরোয়া সভা ব্যতীত কোন জনসভা বা শোভাযাত্রা করতে পারবে না;

(খ) পথসভা ও ঘরোয়া সভা করতে চাইলে প্রস্তাবিত সভার কমপক্ষে ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টা পূর্বে তার স্থান এবং সময় সম্পর্কে স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে, যাতে উক্ত স্থানে চলাচল ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ প্রশাসন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে:

তবে শর্ত থাকে যে, জনগণের চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে এইরূপ কোন সড়কে পথসভা করতে পারবেন না বা তদুদ্দেশ্যে কোন মঞ্চ তৈরি করতে পারবেন না;

(গ) প্রচারণার ক্ষেত্রে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা কোন রাজনৈতিক দল প্রতিপক্ষের পথসভা বা ঘরোয়া সভা বা অন্যান্য প্রচারাভিযান পন্ড বা উহাতে বাধা প্রদান করতে পারবেন না;

(ঘ) পথসভা বা ঘরোয়া সভা অনুষ্ঠানে বাধা প্রদান বা কোন গোলযোগ সৃষ্টি করতে পারবেন না; এবং

(ঙ) প্রতিপক্ষের কোন পথসভা বা ঘরোয়া সভা অনুষ্ঠানে বাধাদানকারী বা অন্য কোনভাবে গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুলিশের শরণাপন্ন হবেন এবং এ ধরনের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নিজেরা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে না ।

০৯। বিলবোর্ড ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা নিষেধঃ নির্বাচনি প্রচারণা ক্ষেত্রে কোন প্রকারের স্থায়ী বা অস্থায়ী বিলবোর্ড বা অন্য কোন কাঠামো বা বৃক্ষ ইত্যাদিতে স্থাপন বা ব্যবহার করা যাবে না।

১০। **গেইট, তোরণ বা ঘের নির্মাণ, প্যান্ডেল বা ক্যাম্প স্থাপন ও আলোকসজ্জাকরণ সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ** ।- কোন প্রার্থী বা রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান-

(ক) নির্বাচনি প্রচারণায় কোন গেইট, তোরণ বা ঘের নির্মাণ করতে পারবেন না কিংবা চলাচলের পথে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবেন না;

(খ) নির্বাচনি প্রচারণার জন্য ৩৬ (ছত্রিশ) বর্গমিটারের অধিক স্থান নিয়ে কোন প্যান্ডেল বা ক্যাম্প তৈরি করতে পারবেন না;

(গ) নির্বাচনি প্রচারণার অংশ হিসাবে বিদ্যুতের সাহায্যে কোন প্রকার আলোকসজ্জা করতে পারবেন না; এবং

(ঘ) কোন সড়ক কিংবা জনগণের চলাচল ও সাধারণ ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থানে নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন করতে পারবেন না।

১১। **উস্কানিমূলক বক্তব্য বা বিবৃতি প্রদান এবং উচ্ছৃঙ্খল আচরণ সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ** ।- কোন প্রার্থী বা রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী বা তাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান-

(ক) নির্বাচনি প্রচারণাকালে ব্যক্তিগত চরিত্র হনন করে বক্তব্য প্রদান বা কোন ধরনের তিক্ত বা উস্কানিমূলক বা মানহানিকর কিংবা লিঙ্গ, সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এমন কোন বক্তব্য প্রদান করতে পারবেন না;

(খ) নির্বাচন উপলক্ষে কোন নাগরিকের জমি, ভবন বা অন্য কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির কোনরূপ ক্ষতিসাধন করতে পারবেন না;

(গ) অনভিপ্রেত গোলযোগ ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণ দ্বারা কারও শান্তি ভঙ্গ করতে পারবেন না; এবং

(ঘ) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে ভোটারদের প্রভাবিত করবার উদ্দেশ্যে কোন প্রকার বল প্রয়োগ বা অর্থ ব্যয় করতে পারবেন না।

১২। **বিস্ফোরক দ্রব্য বহন সংক্রান্ত বাধা-নিষেধঃ** কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে Explosives Act, 1884 (Act No. IV of 1884) এর section 4 এর clause (1) এ সংজ্ঞায়িত explosive, Explosive Substances Act, 1908 (Act No. VI of 1908) এর Section 2 এ সংজ্ঞায়িত explosive substance এবং Arms Act, 1878 (Act No. XI of 1878)-এর section 4-এ সংজ্ঞায়িত arms ও ammunition বহন করতে পারবেন না।

১৩। **ধর্মীয় উপাসনালয়ে প্রচারণা সংক্রান্ত বাধা-নিষেধঃ** কোন প্রার্থী বা রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী বা তাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান মসজিদ, মন্দির, গির্জা বা অন্য কোন ধর্মীয় উপাসনালয়ে কোন প্রকার নির্বাচনি প্রচারণা চালাতে পারবেন না।

১৪। **যানবাহন ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধঃ**- কোন প্রার্থী বা রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান-

(ক) কোন ট্রাক, বাস, মোটর সাইকেল, নৌ-যান, ট্রেন কিংবা অন্য কোন যান্ত্রিক যানবাহন সহকারে মিছিল বা মশাল মিছিল বা অন্য কোন প্রকারের মিছিল বাহির করিতে পারবে না কিংবা কোনরূপ শোডাউন করিতে পারবে না;

(খ) নির্বাচনি প্রচার কার্যে হেলিকপ্টার বা অন্য কোন আকাশযান ব্যবহার করা যাবে না, তবে দলীয় প্রধানের যাতায়াতের জন্য উহা ব্যবহার করতে পারবে কিন্তু যাতায়াতের সময় হেলিকপ্টার হইতে লিফলেট, ব্যানার বা অন্য কোন প্রচার সামগ্রী প্রদর্শন বা বিতরণ করতে পারবে না; এবং

(গ) নির্বাচনে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার সুবিধার্থে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে মোটর সাইকেল বা অন্য কোন যান্ত্রিক যানবাহন চালাতে পারবে না।

১৫। **দেওয়াল লিখন সংক্রান্ত বাধা নিষেধঃ** কোন প্রার্থী বা রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান যে কোন রং এর কালি বা চুন বা কেমিক্যাল দ্বারা দেওয়াল বা যানবাহনে কোন লিখন, মুদ্রণ, ছাপচিত্র বা চিত্র অংকন করে নির্বাচনি প্রচারণা চালাতে পারবেন না।

১৬। **নির্বাচন-পূর্ব সময়ে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার জন্য প্রকল্প অনুমোদন, ফলক উন্মোচন ইত্যাদি সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ** ।-

(১) নির্বাচন-পূর্ব সময়ে কোন সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রাজস্ব বা উন্নয়ন তহবিলভুক্ত কোন প্রকল্পের অনুমোদন, ঘোষণা বা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন কিংবা ফলক উন্মোচন করা যাবে না।

(২) নির্বাচন-পূর্ব সময়ে কোন সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সরকারি বা আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের তহবিল হতে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কোন প্রকার অনুদান ঘোষণা বা বরাদ্দ প্রদান বা অর্থ অবমুক্ত করতে পারবে না।

(৩) নির্বাচন-পূর্ব সময়ে পৌরসভার মেয়র বা কাউন্সিলর বা অন্য কোন পদাধিকারী সংশ্লিষ্ট পৌরসভা এলাকায় উন্নয়নমূলক কোন প্রকল্প অনুমোদন বা ইতিপূর্বে অনুমোদিত কোন প্রকল্পে অর্থ অবমুক্ত বা প্রদান করতে পারবেন না।

১৭। **অন্যান্য বাধা নিষেধঃ**

(ক) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তার নির্বাচনি এলাকায় সরকারি উন্নয়ন কর্মসূচিতে কর্তৃত্ব করতে পারবেন না কিংবা এসংক্রান্ত কোন সভায় যোগদান করতে পারবেন না।

(খ) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিচালনা পর্ষদে পূর্বে সভাপতি বা সদস্য হিসেবে নির্বাচিত বা মনোনীত হয়ে থাকলে নির্বাচন পূর্ব সময়ে তিনি উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন সভায় সভাপতিত্ব বা অংশগ্রহণ বা অন্য কোন কাজে অংশগ্রহণ বা জড়িত হতে পারবেন না।

১৮। **বিধিমালার বিধান লঙ্ঘন শাস্তিযোগ্য অপরাধ** ।-

(১) কোন প্রার্থী বা তার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি নির্বাচন-পূর্ব সময়ে এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করলে অনধিক ৬ (ছয়) মাসের কারাদন্ড অথবা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হবেন।

(২) কোন রাজনৈতিক দল অথবা কোন প্রার্থীর পক্ষে কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন-পূর্ব সময়ে এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করলে অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হবে।

১৯। **প্রার্থীদের অবহিতকরণঃ** উল্লিখিত অবস্থার প্রেক্ষাপটে উপরোক্ত বিধানাবলী সংশ্লিষ্ট প্রার্থীগণকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করছি। প্রয়োজনে আপনি প্রার্থীদেরকে বৈঠকে আহবান জানিয়ে বা অন্যভাবে আচরণ বিধিমালার বিধি বিধানসমূহ এবং শাস্তির বিধানসমূহ প্রার্থীদের অবহিত করবেন।

২০। এ পরিপত্রের প্রাপ্তি স্বীকারের জন্য অনুরোধ করছি।

১৩/১২/২০২০

(মোঃ আতিয়ার রহমান)
উপসচিব
নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা
ফোন: ০২-৫৫০০৭৫২৫
E-mail:sasemc1@gmail.com

সংলগ্নীঃ বর্ণনা মোতাবেক

বিতরণ: ১। সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/ জেলা নির্বাচন অফিসার ....(সংশ্লিষ্ট) ও রিটার্নিং অফিসার

২। অতিরিক্ত জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা.................(সংশ্লিষ্ট) ও রিটার্নিং অফিসার

নং-১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৮.০১৩.২০-৪৮২

তারিখঃ ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৭
০৩ ডিসেম্বর ২০২০

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হ'ল (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
৩. সিনিয়র সচিব, ... (সংশ্লিষ্ট) মন্ত্রণালয়/বিভাগ বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
৫. সচিব, ... (সংশ্লিষ্ট) মন্ত্রণালয়/বিভাগ বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৬. মহাপরিচালক, বিজিবি/আনসার ও ভিডিপি/র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব), ঢাকা
৭. অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৮. কমিশনার, ...(সংশ্লিষ্ট) বিভাগ
৯. পুলিশ কমিশনার, ...(সংশ্লিষ্ট)
১০. মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১১. যুগ্মসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১২. মহাপরিচালক, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
১৩. সিস্টেম ম্যানেজার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [ওয়েব সাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ]
১৪. পরিচালক (জনসংযোগ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৫. জেলা প্রশাসক, ...(সংশ্লিষ্ট) ও আপিল কর্তৃপক্ষ
১৬. পুলিশ সুপার, ...(সংশ্লিষ্ট)
১৭. আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ...(সংশ্লিষ্ট) অঞ্চল
১৮. উপসচিব (সংশ্লিষ্ট), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৯. জেলা কমান্ডেন্ট, আনসার ও ভিডিপি, ...(সংশ্লিষ্ট)
২০. মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার এর সদয় অবগতির জন্য)
২১. মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব .... এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় নির্বাচন কমিশনার এর সদয় অবগতির জন্য)
২২. সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সিনিয়র সচিব মহোদয় এর সদয় অবগতির জন্য)
২৩. .... (সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২৪. অফিসার-ইন-চার্জ, ...(সংশ্লিষ্ট) থানা।

03/12/2020

(মোহাম্মদ মোরশেদ আলম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় শাখা-১
ফোন: ০২-৫৫০০৭৫২৫
Email: sasemc1@gmail.com